দামুড়হুদাতে মোবাইল আসক্ত সন্তান, দিশেহারা অভিভাবকরা

করোনা মহামারির কারণে বন্ধ দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। দীর্ঘদিন ধরে চলছে অনলাইনে লেখাপড়া। ওই সুযোগে অভিভাবকের উদাসীনতায় অনলাইনের অবাধ ব্যবহারে উঠতি বয়সী ছাত্র-ছাত্রীদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে ফ্রি ফায়ার বা পাবজি নামক গেম আসক্তিতে।

এসব গেম যুব সমাজের কাছে বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠায় ধীরে ধীরে তাদের ভয়ঙ্কর ভবিষ্যতের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। ব্যয়বহুল এই গেমস হয়ে উঠেছে বই বিমুখ ছাত্রদের অবসর বিনোদনের কেন্দ্রবিন্দু।

এখন অভিভাবকদের অভিযোগ, মোবাইল ফোনে বিভিন্ন ধরনের গেমে আসক্তদের খাওয়া-ঘুম তো নেই-ই বরং তাদের সময় নেই কারোর সঙ্গে গল্প বা কথা বলার। এভাবে দিন দিন বর্তমান যুব সমাজের তরুণ তরণীরা প্রতিবন্ধী হয়ে যাচ্ছে শারীরিক ও মানসিকভাবে।

এসব খেলার এক একটা চরিত্র কিনতে অনেক টাকা খরচ করতে হয় তাদের। এই অর্থ তারা কোথা থেকে সংগ্রহ করে তা নিয়েও আতঙ্কিত অনেক অভিভাবক।

ছোট বাচ্চারা বাবা-মার কাছে জেদ ধরে টাকা আদায় করে। না দিলে আত্মহত্যার ঘটনা পর্যন্ত ঘটাচ্ছে হরহামেশাই। মায়ের সঙ্গে অনেকের বাগবিতন্ডার জেরে মারামারি বা অন্য ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক শিক্ষক বলেন, ‘অনেক ছেলে-মেয়েরা অনলাইন ক্লাসের নাম করে নতুন মোবাইল কিনেছে। কিন্তু ক্লাসে তাদের বিন্দুমাত্র মনোযোগ নেই। ’

একজন কলেজ শিক্ষক বলেন, এভাবে চলতে দেওয়াটা ভালো ফল বয়ে আনবে না। দেশ, সমাজ, জাতি অতিদ্রত ধ্বংসের কবলে পড়তে যাচ্ছে। ব্লু- হোয়েলের মতো ভয়ঙ্কর রূপ নেওয়ার আগেই এই খেলা বন্ধ করা দরকার। সরকারের উচিত এই ব্যাপারেটিকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা।

আরিফুল ইসলাম নামের এক অভিভাবক বলেন, অনেক সময় পিতামাতা বা অভিভাবকদের উদাসীনতায় এব তাদের প্রতি খেয়াল না রাখায় সন্তানেরা ঝরে পড়ছে।

তিনি বলেন, দামুড়হুদায় ইদানীং নিজেরা একটু ফ্রি থাকার জন্য,

সন্তানদের শাষণ-বারণ ভুলে গিয়ে পিতামাতা তাদের সন্তানদের হাতে তুলে দিচ্ছেন স্মার্ট ফোন, ট্যাব, ল্যাপটপ ইত্যাদি।

রাসেল আহম্মেদ নামের এক শিক্ষক বলেন, বাচ্চারা এখন ফ্রি-ফায়ার, পাবজি’র মত গেইম খেলে। অনেক বাবা-মা তার সন্তানকে নিয়ে সাফাই গেয়ে বলেন, ছেলেটা মোবাইল হাতে না দিলে কিছুই খায়না। তাই বাচ্চারা এখন স্মার্ট ফোনে ফ্রি-ফায়ার অথবা মোটু-পাতলু,কার্টুন নিয়ে ব্যাস্ত। ভার্চুয়াল জগৎ অপ্রাপ্তবয়সের একটা শ্রেণীকে একেবারেই গ্রাস করে ফেলেছে।

ক্রিকেট ফুটবল খেলার মাঠগুলো এখন খা খা করছে। কোন খেলোয়াড় নেই। খেলার মাঠগুলো’র চাইতে বাঁশবাগান, কলাবাগান আর ঝোপঝাড়ের মধ্যো শিশু-কিশোরদের ভিড় বেশি লক্ষ করা যায়। সব মিলিয়ে এ যেন মূল্যবোধ এর চরম অবক্ষয় পরিশেষে পিতামাতা,পরিবার,সরকার এবং প্রশাসন এর উচিত এই অবক্ষয়ের দিকে জোর নজরদারী করা এবং সময় উপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

এই বিষয়ে জয়রামপুর গ্রামের আজাদ আলী বলেন, আমার ছেলে রাত দিন ২৪ ঘন্টা মোবাইল গেমস নিয়ে পড়ে থাকে। এজন্য তাকে অনেক মারধর করেছি। তাতে কোনো লাভ হয়নি। কিছু বলতে গেলে বাড়ি থেকে চলে যায়। তিনি আরো বলেন আপনারা সাংবাদিক প্রশাসনের বলে একটু ভয়ভীতি দেখিয়ে ভালো করার ব্যবস্থা করেন।

জয়রামপুর কাঁঠাল তলার অভিভাবক আব্দুল সামাদ বলেন, আমার ছেলে মাদ্রাসায় পড়াশোনা করত। বর্তমানে সে আর স্কুলে যায় না। সব সময় মোবাইলে গেমস খেলা নিয়ে পড়ে থাকে। কিছু বললে সে এখন আত্মহত্যার হুমকি দেই। এখন এই ভয়ে আর কিছু বলতে পারিনা।

এই বিষয়ে ডুগডুগী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যায়ের প্রধান শিক্ষক আকবর আলি বলেন, আমার কাছে অনেক জন ফ্রি ফায়ার পাবজি গেমস খেলার বিষয়ে বলেছে। আমি স্কুলে যাওয়ার পথেও আমার স্কুলের ছেলেরা রাস্তার ধারে বসে খেলা করতে দেখেছি। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি আগামী আইন শৃঙ্খলা মিটিং এ এই বিষয়ে উপস্থাপনা করবো। এছাড়া আমার বিদ্যালয়ের মা সমাবেশ অনুষ্ঠানেও সকল অভিভাবকদের এই বিষয়ে আলোচনা করবো।

সেঞ্চুরির পর কেন আংটিতে চুমু খেয়েছিলেন কোহলি?

বিরাট কোহলি ১০২০ দিন পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আফগানিস্তানের বিপক্ষে সেঞ্চুরি পেয়েছেন। সেঞ্চুরি পূর্ণ করার পর ভারতীয় ব্যাটার দর্শকদের মাথা নিচু করে একবার অভিবাদনও দিয়েছেন। এর পর চুমু খেয়েছেন গলার চেইনে থাকা বিয়ের আংটিতে। আংটিতে চুমু খাওয়ার একটি বিশেষ কারণ ছিল তার।

টি-টোয়েন্টি সংস্করণে এটি তার প্রথম সেঞ্চুরি। ছক্কা হাঁকিয়ে পূর্ণ করেছেন ক্যারিয়ারের ৭১তম সেঞ্চুরি। সেঞ্চুরি করার সময় মুখে ছিল তার তৃপ্তির হাসি। সেঞ্চুরি করার পর গলার চেইনে থাকা বিয়ের আংটিতে চুমু খেয়েছেন তিনি। নিজেদের ইনিংস শেষে চুমু খাওয়ার অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন ভারতের সাবেক অধিনায়ক।

তিনি বলেন, ‘গত আড়াই বছর আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছে। এক মাসের মধ্যে ৩৪ বছর পূর্ণ হবে আমার। বুনো যে উদযাপন (সেঞ্চুরির পর), সেগুলো এখন অতীত। এলে আমি অবাকই হয়েছি। এই সংস্করণে সেঞ্চুরি পাব, কল্পনায়ও আসেনি। সেঞ্চুরির পর লকেটে চুমু খেয়েছি। কারণ সবাই আমাকে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখছে শুধু একজনের জন্য। সে আমাকে অনেক কিছুই অন্যভাবে দেখতে শিখিয়েছে। সে আনুশকা। আমার এই সেঞ্চুরি ওর জন্য, আমাদের ছোট্ট মেয়ে ভামিকার জন্যও। খারাপ খেললে মানুষ নানা রকম মন্তব্য করবে। কিন্তু আপনার মনের ভাষা কেউ বুঝতে চেষ্টা করবে না। ছয় সপ্তাহের বিরতি আমাকে আবার খেলাটা উপভোগ করাতে শেখাচ্ছে।’

৬১ বলে অপরাজিত ১২২ রানের বিধ্বংসী ইনিংসে অনেক রেকর্ড গড়েছেন কোহলি। টি-টোয়েন্টি সংস্করণে নিজের প্রথম সেঞ্চুরি। এশিয়া কাপে তিনি এই সংস্করণে প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে গড়েছেন সেঞ্চুরির কীর্তি। আবার আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সবচেয়ে বয়স্ক ক্রিকেটার হিসেবে গড়েছেন সেঞ্চুরির রেকর্ড।

কোটচাঁদপুরে জাতীয় গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে ৪৯তম জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি সমিতির গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপজেলা প্রশাসন ও মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের আয়োজনে ।

বৃহস্পতিবার দুপুরে শহরের সরকারি মডেল পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠ প্রাঙ্গনে এ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতায় ৩৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা ৩১ টি ইভেন্টে অংশ গ্রহন করে। প্রতিযোগিতা শেষে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ দেলোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান শরিফুন্নেছা মিকি।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রিয়াজ হোসেন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পিংকি খাতুন, অফিসার ইনচার্জ মঈন উদ্দিন, কামিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা বাহারুল ইসলাম, অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার রতন মিয়া। এসময় উপজেলা একাডেমিক সুপার ভাইজার ফারুক আহমেদ সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

অক্টোবরে আফগানিস্তান ও দ. আফ্রিকার মুখোমুখি হবে

[redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [

ভারতের ভাগ্য পাকিস্তানের হাতে

এশিয়া কাপের ফাইনাল প্রায় নিশ্চিত বলা যায় শ্রীলংকার। অন্যদিকে বিদায় প্রায় নিশ্চিত ভারতের। কথা ছিল সুপার ফোরে ২ ম্যাচ হারলেই শেষ এশিয়া কাপ মিশন। কিন্তু পর পর ২ ম্যাচ হেরেও ঝুলে রইল ভারতের ফাইনাল-ভাগ্য।

এ যেন কোমায় রয়েছে ভারত। মূলত: ক্রিকেট খেলাই অনিশ্চয়তার। কাগজে-কলমে যতক্ষণ সম্ভাবনা থাকে, ততক্ষণ শেষ কথা বলে দেওয়ার সুযোগ নেই।

তাহলে কোন ভিত্তিতে এখনও ২ ম্যাচ হারা ভারতের আশা জিইয়ে? সংক্ষেপে জবাব চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানের হাতে এখন ভারতের এশিয়া কাপের ভাগ্য!

বুধবার সুপার ফোরের তৃতীয় ম্যাচে আফগানিস্তানের মুখোমুখি হবে পাকিস্তান। সে ম্যাচে পাকিস্তান জিতলেই এশিয়া কাপের ফাইনালে আর ওঠা হচ্ছে না ভারতের।

কারণ, পাকিস্তানের পর শ্রীলংকার কাছেও হেরে এশিয়া কাপের ফাইনালে যাওয়ার পথ ভারতের জন্য কঠিন।

বৃহস্পতিবার শুধু আফগানিস্তানকে বড় ব্যবধানে হারালেই হবে না। অন্য ম্যাচগুলির ফলাফলের দিকেও তাকিয়ে থাকতে হবে রোহিত শর্মাদের।

মঙ্গলবারের পর ৪ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রয়েছে শ্রীলংকা। দ্বিতীয় স্থানে থাকা পাকিস্তানের সংগ্রহ ২ পয়েন্ট। ভারত এবং আফগানিস্তানের ঝুলিতে পয়েন্ট শূন্য।

এই অবস্থা থেকে ফাইনালে ভারতকে উঠতে হলে পাকিস্তানকে হারাতে হবে আফগানিস্তানের। আর শ্রীলংকাকে তাদের শেষ ম্যাচেও জিততে হবে পাকিস্তানের বিপক্ষে। অর্থাৎ নিজেদের বাকি দুটি ম্যাচে জেতানো যাবে না বাবর আজমের দলকে। এটা হলেই একমাত্র রোহিতদের কপাল খুলবে।

ব্যাপারটি এমন যে পাকিস্তান বাকি দু’টি ম্যাচ হারলে ভারতের ফাইনালের পথ সুগম হয়। এরসঙ্গে আফগানিস্তানের বিপক্ষে জিততে হবে ভারতকে। এটা হলে পাকিস্তান, আফগানিস্তান এবং ভারত— তিন দলের

পয়েন্টই হবে ২।

তখন দেখা হবে নেট রান রেট। আফগানিস্তানের মতোই ভারতের সংগ্রহে পয়েন্ট না থাকলেও নেট রান রেটে এগিয়ে রয়েছে ভারত। আফগানিস্তানকে বড় ব্যবধানে হারালে সেই ব্যবধান আরও বাড়বে। অন্য দিকে, পাকিস্তান বাকি দু’টি ম্যাচই হারলে বাবর আজমদের নেট রান রেট খারাপ হবে। এক মাত্র তখনই নেট রান রেটের বিচারে ফাইনাল খেলার ছাড়পত্র পাবে ভারত দল।

আর বুধবার পাকিস্তানের বিপক্ষে আফগানিস্তান হেরে গেলেই ছিটকে যাবে ভারত। মাটি হবে এশিয়া কাপ জয়ের হ্যাটট্রিকের সুযোগ। সে হিসেবে পাকিস্তানের হাতে ভারতের ভাগ্য।

ভারত-শ্রীলংকার ম্যাচ আজ

এশিয়া কাপের চলমান ১৫তম আসরে নিজেদের প্রথম ম্যাচে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানকে হারায় ভারত। গ্রুপের অন্য ম্যাচে তুলনামূলক দুর্বল প্রতিপক্ষ হংকংকে হারিয়ে সবার আগেই সুপার ফোরে খেলা নিশ্চিত করে রেকর্ড আট আসরের শিরোপাজয়ী দলটি।

কিন্তু গত রোববার সুপার ফোরের প্রথম ম্যাচে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানের বিপক্ষে শ্বাসরুদ্ধকর ম্যাচে হেরে দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছে রোহিত শর্মা-বিরাট কোহলিদের ভারত।

আজ দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে শ্রীলংকার মুখোমুখি হবে ভারত। এই ম্যাচে ভারত যদি হেরে যায় তাহলে তারা বিপদে পরে যাবে। তবে তাদের ফাইনালে খেলার জন্য পরের ম্যাচে আফগানিস্তানের বিপক্ষে জয়ের পাশাপাশি অন্যদের দিকে তাকিয়ে থাকবে হবে।

পাকিস্তান যদি নিজেদের পরের দুই ম্যাচে শ্রীলংকা ও আফগানিস্তানের বিপক্ষে হারে। তাহলে শ্রীলংকার পয়েন্ট হবে ছয়। আর ভারত, পাকিস্তান এবং আফগানিস্তানের পয়েন্ট হবে দুই করে। সেই ক্ষেত্রে নেট রান রেটের ভিত্তিতে ফাইনালে যাওয়ার সুযোগ থাকবে ভারতের।

[redacted]

[redacted]

ভারতকে হারানোর দিনে পাকিস্তান দলে দুঃসংবাদ

দুবাইয়ে এশিয়া কাপের ফিরতি লড়াইয়ে ভারতকে হারিয়ে বদলা নিয়েছে পাকিস্তান। অলরাউন্ডিং পারফরম্যান্স দেখিয়ে ম্যাচসেরা হয়েছেন মোহাম্মদ নওয়াজ।

তবে জয়ের নেপথ্য নায়ক ছিলেন দলের উইকেটকিপার ব্যাটার মোহাম্মদ রিজওয়ান। তার ৫১ বলে ৭১ রানের ইনিংসে ভর করেই মূলত ১৮২ রানের বড় লক্ষ্য দিতে পারে পাকিস্তান।

এমন দুর্দান্ত জয়ের দিনেই রিজওয়ানের ব্যাপারে মিলেছে এক দুঃসংবাদ। ইনজুরিতে পড়েছেন রিজওয়ান। ভারতের ইনিংসে কিপিং করার সময় চোট পান তিনি। তাই ভারতকে হারিয়েই হাসপাতালে ছুটতে হয়েছে তাকে।

পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম জিও নিউজ জানিয়েছে, ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ শেষ হওয়ার পর পরই এমআরআই (ম্যাগনেটিক রেজোন্যান্স ইমেজিং) করার জন্য হাসপাতালে নেওয়া হয় রিজওয়ানকে। সোমবার আবার এমআরআই স্ক্যানের জন্য হাসপাতালে যেতে হবে তাকে।

এর পরই জানা যাবে, তার চোট কতটা গুরুতর। বুধবার আফগানিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচের আগে ফিট হয়ে উঠবেন কিনা তিনি।

উল্লেখ্য, ফিল্ডিংয়ে নিজের ডান পায়ের ওপর ভর দিয়ে পড়ে যান রিজওয়ান। আর সেই চোট সামলেই পরে ব্যাটিং করে ৭১ রানের ইনিংস খেলেন তিনি এবং দলকে জয়ের ভিত গড়ে দেন। কিন্তু ম্যাচ যতই গড়াচ্ছিল চোটের তীব্রতা ততোই বাড়ছিল। তাই ম্যাচ শেষ হতেই হাসপাতালে ছুটতে হয় তাকে।

মিরপুরে ওমর ফারুক স্মৃতি ফুটবল টুর্ণামেন্টের ফাইনাল খেলা ও পুরষ্কার বিতরণ

কুষ্টিয়ার মিরপুরে বীর মুক্তিযোদ্ধা ওমর ফারুক স্মৃতি ফুটবল টুর্ণামেন্টের ফাইনাল খেলা ও পুরষ্কার বিতরণ করা হয়েছে।

রবিবার বিকেলে উপজেলার পোড়াদহ ইউনিয়নের হাজরাহাটি হাইস্কুল মাঠে এ খেলা অনুষ্ঠিত হয়।

খেলা শেষে পুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্সআপ দলের মাঝে পুরষ্কার, ট্রফি ও মেডেল তুলে দেন অতিথিবৃন্দ।

সাংবাদিক সাইফুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও কুষ্টিয়া জেলা তাঁতীলীগের সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বিপুল হোসেনের পরিচালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পোড়াদহ ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য দেলোয়ার হোসেন দুলাল, বারুইপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য মাসুম বিশ্বাস, বীর মুক্তিযোদ্ধা ওমর ফারুকের সন্তান হাজ্জাত হোসেন, ইয়াছিন মাহমুদা স্মৃতি পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মওদুদ আহমেদ রাজিব, পুলিশ সদস্য আহসান কবির, রোনিতা ট্রেডার্সের চেয়ারম্যান আক্তার হোসেন, ডিপো ইনচার্জ আরিফ হোসেন, জেলা প্রতিবন্ধী ফেডারেশন’র (কম্পন) সভাপতি সোহেল রানা (মন্ত্রী), উশু ফেডারেশন কুষ্টিয়া জেলা শাখার সভাপতি এসএম জামাল, দফতর সম্পাদক আবদুল মজিদ জিয়া, বারুইপাড়া ইউনিয়ন যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক জুয়েল আহমেদ, পপুলার ফার্মসীর স্বত্বাধিকারী রাকীব রায়হান, পান ব্যাবসায়ী মহিবুল, বাবু, আকরাম হোসেন, রাশেদসহ স্থানীয়রা।

খেলায় হাজরাহাটি স্পোর্টিং ক্লাব ও চৌড়হাস পিকুল স্মৃতি স্পোর্টিং ক্লাবের মধ্যকার খেলা অনুষ্ঠিত হয়। এতে হাজরাহাটি স্পোর্টিং ক্লাব-৩ ও চৌড়হাস পিকুল স্মৃতি স্পোর্টিং ক্লাব-১ গোল দিয়ে হাজরাহাটি স্পোর্টিং ক্লাব চ্যাম্পিয়ান হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

চ্যাম্পিয়ন দলের খাশি ছাগল, চ্যাম্পিয়ম ট্রফি, মেডেল এবং রানারআপ দলের মাঝে দুইটি রাজহাঁস, ট্রফি ও মেডেল তুলপ দেন অতিথিরা। খেলা পরিচালনা করেন বদরুল হোসেন।

মুশফিকের অবসর নিয়ে যা বললেন মাহমুদউল্লাহ

এশিয়া কাপের ব্যর্থ মিশন শেষে দেশে ফেরার একদিন পরেই আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি থেকে অবসরের ঘোষণা দিলেন মুশফিকুর রহিম।

নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুকে রোববার অবসরের কথা লেখেন মি. ডিপেন্ডেবল তারকা।

জাতীয় দলের এ উইকেটকিপার ব্যাটারের হঠাৎ অবসরের ঘোষণা বিস্মিত করেছে দেশের ক্রিকেটপ্রেমীদের। একইভাবে বিস্মিত করেছে মুশফিকের সতীর্থ মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ।

মুশফিকের এই ঘোষণায় তার মন ভেঙে গেছে রিয়াদের। রোববার নিজের এক ফেসবুকে স্ট্যাটাসে এমন প্রতিক্রিয়াই জানিয়েছেন রিয়াদ।

যেখানে মুশফিকের মাথায় বড়ভাই সুলভ হাত বুলিয়ে দেওয়ার একটি ছবি পোস্ট করেছেন মাহমুদউল্লাহ।

ক্যাপশনে টি-টোয়েন্টির সাবেক অধিনায়ক লিখেছেন, ‘প্রিয় মুশফিক! তোমার এই বিদায়ের ঘোষণা আমার জন্য হৃদয়বিদারক একটি ব্যাপার। টি-টোয়েন্টিতে তোমার যত অর্জন এবং ভালো ক্যারিয়ারের জন্য শুভকামনা রইল। তোমার সতীর্থ হয়ে টি-টোয়েন্টি ম্যাচে খেলতে পেরে আমি আনন্দিত। তোমার পারফরম্যান্স ও নৈতিকতা সবসময় যেকোনো

ফরম্যাটে অনুপ্রেরণামূলক হবে।’

জাতীয় দলে তিন ফরম্যাটে একসঙ্গে দীর্ঘ সময় খেলেছেন মুশফিকুর রহিম ও মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ। পঞ্চপাণ্ডবের অন্যতম তারকা দুজন। দুজনেরই ক্যারিয়ারের পড়ন্ত বিকেল। মাহমুদউল্লাহর অধীনে টি-টোয়েন্টি

খেলেছেন মুশফিক। তাছাড়া ব্যক্তিগত সম্পর্কে তারা একে অপরের ভায়রা ভাই।

যে কারণে মুশফিকের এই অবসর অবশ্য পোড়াবে মাহমুদউল্লাহ রিয়াদকে।